

ANNUAL PUBLICATION

SEPTEMBER, 2023

# BECAA

Down the  
memory lane



INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY  
(Formerly Bengal Engineering College)  
ALUMNI ASSOCIATION OF USA & CANADA



<https://becaacastcoast.org/>

Cover page design by: Prabir Ghosh (E.E 2002)

# BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION



**THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE  
REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN  
PERMISSION**

AS THE OBJECTIVE OF BECCA TO BE A FORUM FOR FREE  
EXPRESSION AND INTERCHANGE OF IDEAS, THE OPINIONS,  
STATEMENTS AND POSITIONS ADVANCED BY THE  
CONTRIBUTORS ARE THOSE OF THE AUTHORS AND NOT, BY THE  
FACT OF PUBLICATION, NECESSARILY THOSE OF BECCA.  
THEREFORE, BECCA DOES NEITHER ASSUME ANY RESPONSIBILITY  
NOR BEAR ANY LIABILITY FOR THE PUBLISHED MATERIAL  
CONTAINED IN THIS PUBLICATION

# BECAA Website and Social Networking

Our Website:

<https://www.becaaeastcoast.org/>

Our Facebook Page:



<https://www.facebook.com/BECAEastCoast/>

Twitter handle:



<https://twitter.com/becaaeastcoast>

Any questions/suggestions, please reach out to:

*Site Admin:*

Tanmoy Sanbui

*Mail-to:* [tanmoy\\_sanbui@yahoo.com](mailto:tanmoy_sanbui@yahoo.com)

*Contact:* [203-524-5216](tel:203-524-5216)



# Bengal Engineering College



Alumni Association of USA East Coast Chapter  
Est. 1971

## INDIAN INSTITUTE OF ENGINEERING SCIENCE & TECHNOLOGY (Formerly B.E. College)

Dear Alumni,

Wanted to extend my heartiest and warmest greetings to all our fellow alumni and their families on the occasion of our 52<sup>nd</sup> Annual Summer Meet to be organized on Sept 9<sup>th</sup> 2023 at our usual location of Kiddie Well Camp.

What a fabulous 2 year stint this committee had, with several big accomplishments under its belt:

- Hosting the first Summer Meet after the long gap of Covid
- Reinstating the 501c status
- Revamping the website by uploading all the Magazines, photos for all events till date
- Recruiting newer talent for next generation leaders to continue activities of BECAA for all the years to come
- BECAA Family East Coast WhatsApp group for quicker and effective communication
- Increase in written contributions for our yearly Magazine
- Increase in circulation within the business and professional communities in and around this area

We had a phenomenal success with the turnouts during these four events that this committee organized effectively from summer of 2021 to summer of 2023. My congratulations to the current executive committee for doing an excellent job of getting everyone together.

During this time we were also able to felicitate some of our senior members for their contribution and sacrifice for this organization. With that same feeling of oneness and dedication we also felicitated some of our able members for their professional achievements in their own respective fields.

Historically we have noticed that our younger Alumni members under the guidance of our advisory committee have implemented a diverse program of social, cultural and recreational activities during the past years. Their efforts and enthusiasm has motivated the association members to a new level of involvement.

Like in the past years, we congratulate GAABESU for all their activities at the international level.

With the upcoming days, there will be opportunities for new members to play more formalized roles within the executive committee, so that we can extend our footprint in East coast as effectively as possible, with new areas to be explored e.g. fund raising, corporate matching and networking, college events for kids, focused group meetings for our senior members.]

With that being said, with a heavy heart, I would like to add that this would be our official last event to host and after that the new committee would be taking the baton and continue to achieve and prosper.

We request everyone's blessing and cooperation for this new committee as it moves forward with more fervor and zeal.

Sincerely,

Sheuli Majumdar

President, BECAA

### President

Sheuli Majumdar

### Vice-President

Moloy Nath

### General Secretary

Amitava Chel

### Treasurer

Debashis Das

### Executive Members

Soumalya Chowdhury  
Suman Chandra

### Advisory Committee

Asok Chakrabarti  
Tanmoy Sanbui  
Saroj Bhol  
Bhaskar Dasgupta  
Auyon Chowdhury  
Debabrata Chaudhuri  
Amalendu Mukherjee  
Amitabha Chatterjee  
Prabir Dhara  
Debabrata Sarkar

### Past 5 Presidents

Niloy Jana  
Debabrata Chaudhuri  
Dilip Bhattacharya  
Amitabha Chatterjee  
Sitansu Sinha Kumud Roy

## আমার B.E. College

সুমন কুমার চন্দ্র (EE '98)

২৫ বছর পেরিয়ে গেল B.E. College, আজকের IEST শিবপুর, থেকে পাশ করেছে। ২৫ টা বছর কেটে গেল – এখান থেকেই বোঝা যায় আমি আজ খোকা তো নই-ই, বরং সূর্য পাটে না বসলেও মধ্যগগন থেকে পশ্চিমে ঢলতে বসেছে। তবে বয়স বাড়লে যেমন একটা বোদ্ধা-বোদ্ধা ভাব দেখিয়ে অনেকে বলে বয়সের সাথে জ্ঞান বাড়ে, তা আমিও ভাবলাম জ্ঞান না বাড়ুক, একটু অভিজ্ঞতা তো হয়েছে – সেগুলো খুঁচিয়ে একটু কেত মারা যাক, এই ২৫ বছর পরে B.E.College কে ঘুরে দেখায়। অবশ্যই এটা আমার চোখে B.E.College, স্বভাবতঃই অনেকের অভিজ্ঞতার সাথে মিলবে আবার অনেকের সাথে মিলবে না। এটা অনেকটা ‘আমার রবীন্দ্রনাথ’ এর মতো – কারুর চোখে রবীন্দ্রনাথ একজন ঠাকুর আবার কারুর কাছে এত জ্ঞানী মানুষ, অসাধারণ লিখতে পারে বলেই মুড়ি-মুড়কির মত এত-শত কেন লিখল। কোনো বিখ্যাত মানুষ-ই হোক বা প্রতিষ্ঠানই হোক তা নিয়ে বিভিন্ন অভিজ্ঞতা, দৃষ্টিভঙ্গী বা মতামত থাকাটাই স্বাভাবিক। এতে এদের গরিমা কোনো অংশে কমে না বরং এদের গরিমা আছে এবং থাকবে বলেই এদের নিয়ে বিভিন্ন মতামত। তাই আমাদের কলেজ নিয়ে কিছু বলার চেষ্টা আমার।

আমাদের college-এর '98 batch-এর বন্ধুদের মধ্যে এই ২৫-বছর পূর্তি নিয়ে উত্তেজনা বেশ টান-টান এখন। Whatsapp group-এ আমাদের জনতা college-এর স্মৃতি নিয়ে কত গান-কবিতা-ছবি দিনে-দিনে পোষ্ট করছে এবং তার quality দেখে শুনে আমি মুগ্ধ। আমার তো মনে হয় এরা অনেকেই engineer না হয়ে গায়ক-কবি-শিল্পী-র profession choose করলেও সফল হত। এদের দেখে “অমলেন্দু রোদুর হতে চেয়েছিল”-র হতাশা জাগে না বরং বেশ আশা জাগায়। পেশার সাথে নিজেদের অন্য passion বা প্রতিভার জায়গাগুলো কত সুন্দর বজায় রেখেছে। এবছর ২৪-এ ডিসেম্বর আমাদের batch-এর অনেকেই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে কলেজে meet করবে। এক দিনের জন্য হলেও, পেশার daily-কার চাপ বা সংসারের বিভিন্ন টানা পোড়েন ভুলে গিয়ে পুরোনো বন্ধুদের সাথে meet করবে, in-person – তাও কত বছর পরে, অনেকে তো দীর্ঘ ২৫ বছর পরে। সত্যিই আবেগে ভরা একটা দারুন দিনের অপেক্ষায়। যে যেমন পেশায়-ই থাক,

যেখানেই থাক, যত টাকা-পয়সাই করুক, যত সম্মান-ই পেয়ে থাকুক এই দিনটায় যখন এক অপরের সাথে দেখা হবে, চোখে-মুখে যেন প্রথম কথাটাই হবে ‘বন্ধু কি খবর বল, কতদিন দেখা হয়নি!’ – damn exciting দিন!

এমন একটা দাবি অনেকেই করে যে ছোটবেলাটাই একমাত্র ভালো ছিল, এই বড় হয়েই শালা যত ঝামেলা একটার পর একটা। কিন্তু আমার মনে হয় ছেলেবেলায় বা মেয়েবেলায় অধিকাংশই ধাড়ী হতে চায় এই মনে করে যে ধাড়ীবেলায় সে যা খুশী করতে পারবে। এটা অনেকটা নদীর এপার-ওপারের মত। আমার মনে হয় আজকে ২৫ বছরের পুরনো দিনগুলোকে nostalgia-য় ভরপুর মনে হলেও, সেই ৪-৫ বছরের কলেজের দিনগুলো শুধুই সোনালী ছিল না, সোনা-রূপো-রাংতায় মোড়া ছিল দিনগুলো। অনেকটা হাঠে-বাজারের ভেতরে থাকলে কেচড়-মেচড় আওয়াজ কিন্তু সেখান থেকে দূরে গেলে যেমন সেই আওয়াজ-ই musical মনে হতে পারে। এবার আমার musical journey-তে ঢোকা যাক।

সালটা ১৯৯৪, Electrical Engineering-এ চান্স পেলাম Bengal Engineering College-এ। আমাদের বাড়ী কলকাতায়, কলেজ থেকে দূরেও নয়, 2<sup>nd</sup> Hooghly bridge ক্রস করলেই প্রায় বাড়ী। তবুও সবাইকে hostel-এ থাকতে হত তখন, তা excitation, ভয় মিলিয়ে মিশিয়ে এক রকম পাঁচমিশালি feeling ছিল তখন। ভয়ের কারণ ছিল ragging। B.E College-এর ragging নিয়ে যা সব শুনেছিলাম তা-তে ছোটোখোকার টাকে ওঠার পালা। শুধু 1<sup>st</sup> year-এই নয়, ragging-এর আমি ঘোরতর বিপক্ষে – আগেও, আজও। Ragging-এ কাউকে smart করা যায় না – এটা একটা মানসিক ও শারীরিক অত্যাচার। না আমার দাদা-দিদিরা ragging-এ smart হয়েছে, না আমার ভাই-বোনেরা হবে। Ragging করলে করা উচিত তাদের যারা তোকে ragging করেছে, pass on করে 1<sup>st</sup> year-এর ragging করায় কোনো বীরত্ব বা বীর্যত্ব নেই, ছিল না, থাকবে না। আজকের দিনে Jadavpur University-র স্বপ্নদীপ এর চরম শিকার হয়েছে – জানি না ওর ভয়ঙ্কর মৃত্যুও আগামীদিনের ragging কিছু অংশেও কমাতে পারবে কিনা। আমাদের medical test-এর দিনে কলেজে প্রথম গেলাম, তখন বকুলতলায়, as usual, senior-দের একটা গ্রুপ আড্ডা দিচ্ছিল – আমায় ডেকে একজন জিজ্ঞাসা করল “এই সোনাগাছি কোথায় বলতো? গেছিলিস?” Ragging-এর জগতে এমন প্রশ্ন কোনো লেভেলেই পরে না, জানতাম। তবে এমন প্রশ্নের সোজা উত্তরই ঠিক উত্তর

নয় কারণ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ঠিক উত্তর পাওয়া নয়, ঠাপানো। যাই হোক, আমাকে সেদিন ঠাপাতে পারেনি কারণ আমার দাদার স্কুলের এক বন্ধু তখন B.E.College-এর senior ছিল, সে আমাকে রক্ষা করেছিল। হায়রে! যদি স্বপ্নদীপের এমন একটা রক্ষাকর্তা থাকত। তবে যে senior দাদা আমার সোনাগাছির জ্ঞান নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত ছিল, ধরা যাক তার নাম 'ঢ্যামনা-দা', সে দেখেনি বা care করেনি, আমার বাবা আমার কাছাকাছিই ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই পরে খবরটা relay হয়ে গিয়েছিল আমার মা-র কাছে। ফলে প্রথমদিন যবে কলেজে, Hostel-15 এ গেলাম সে রাতে আমার মোটামুটি ঘুম হলেও আমার মা-এর, আমাকে কলেজে ছেড়ে এসে নিজের বাড়ীতেই সাড়ারাত ঘুম হল না। তবে আমাদের batch-এর ভাগ্য ভালো ছিল, 1year-এর জন্য separate hostel-এর ব্যবস্থা হয়েছিল। তার জন্য আমরা স্বনামধন্য, রাসভারী Professor Bimal Sen-এর separate hostel arrangement-এর মতো strong decision-এর জন্য চিরকৃতজ্ঞ। আমাদের hostel এর নিচে তালা থাকত যাতে senior-রা না ঢোকে, তবে ঢোকাকি উৎসাহ! যেন ভাইদের না চাটতে পারলে জিভটা খসে পড়ে যাবে। তবু সময় সুযোগ পেলেই ground floor-এ গ্রীলের ওধার থেকে room-wise ডেকে পাঠাতো। মনে হবে চিড়িয়াখানায় পশু দেখছে। বিভিন্ন জনের প্রশ্ন বিভিন্ন। আমাকে একবার সমাস জিজ্ঞাসা করেছিল যেগুলো হষ্টেলের বাথরুমে লেখা ছিল। গালাগালি-খিস্তি B.E.College-এ গিয়ে শিখেছি এমন মহামিথ্যে বলব না। সত্যি কথা বললে গালাগালি দিয়ে এমন কিছু কথা এত সংক্ষেপে with emotion বন্ধুদের মনে-মর্মরে-গ্রন্থিতে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া যায় যেটা অন্য কোনো ভাবে বা ভাষায় বোঝানো মুশকিল। তবে কলেজে না গেলে 'চশমা', 'হাওড়া', 'শ্বাশুড়ী' এমন আপাত সরল শব্দের এমন ভয়ঙ্কর innovative ব্যসবাক্য সমাস হয় আমি বাপের জন্মে জানতাম না। যাই হোক এমন সমাস বলে যদি ragging থেকে উদ্ধার হওয়া যায় তা মন্দ কি!

Second semester থেকে সকাল ১১.৪০-এর মধ্যে ল্যাব শেষ করে আমার দু-একজন loyal partner-এর সাথে দুপুরের শো দেখতে যেতাম ঝরণাতে। এখানে জনহিতার্থে বলা উচিত আমি ঝরণাতে documentary film দেখতে যেতাম না, বড়দের ছবি দেখতে যেতাম কারণ তখন আজকের মত ছবি internet-এর দৌলতে ঘরে আসত না তাই আমাদেরই কষ্ট করে বাইরে যেতে হত। নিন্দুকুরেরা নিশ্চয় বলবে গোল্লায় গেছিল এই ছেলেগুলো কিন্তু সত্যি বলছি আপনি যদি স্বাভাবিক হন বা real সন্ন্যাসী না হন তা হলে আমার যা ভালো লাগত আপনারও ভালো লাগার কথা, প্রকাশটা একটু আলাদা হতেই পারে। তবে

আপনি যদি মনে করেন আমার মতো কলঙ্কের জন্য B.E.College-এর গায়ে দাগ পড়ছে তাহলে বলি এ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী আমার-ই থাক, কলেজ-এর কোনো দায় নেই এতে। তবে আমি অবশ্য কলেজকে সাবাসী দিই মনে মনে, কারণ hostel-এ না থেকে বাড়ীতে থাকলে তো আর আমি বলতে পারতাম না – মা ‘শীলা কি জওয়ানি’ দেখতে যাচ্ছি, এসে লাঞ্চ করে ১.১৫-র ক্লাস করতে যাব। এ বললে লাঞ্চে ব্যাটা-পেটা জুটত। তবে এ বললে অনেকে বিশ্বাস করবে না ঝরণা যওয়ার পেছনে অনেক physical labour বা economic and time optimization ছিল। আমরা এমন plan করে এত জোরে হেঁটে কলেজ থেকে on-time show তে পৌঁছতাম যে তখন ৫৫ নম্বরের লড়-ঝড়ে বাসকে overtake করে, বাসের ভাড়া বাঁচিয়ে শো দেখে হস্টেল ফিরে লাঞ্চ করে আবার ১.১৫-র ক্লাসে যথারীতি হাজির। পুরো খাপে খাপ। ক্লাস মায়া প্রায় করতামই না, বরং বহু বন্ধুর হুন্লাট proxy-ও দিতাম।

এমন করে একটার পর একটা সেমিষ্টার পেরোতে লাগল – হস্টেল ১৫ থেকে ৮, সেখান থেকে 3<sup>rd</sup> আর 4<sup>th</sup> year-এ Sen Hall। হাসি-ঠাট্টা, বকুলতলা, canteen, বি-গার্ডেন, ভাট, গাঁত (মানে পড়াশুনা), ক্লাস, পরীক্ষা, ID (Improved Diner) আর সাথে ঝর্ণা। সবে মিলে চলে যায় দিন। তবে যেহেতু কলকাতায় বাড়ী, শুক্র বা শনিবার ক্লাস শেষ হলেই বাড়ী পালাতাম almost without any exception। বাড়ীতে নিয়ে যেতাম সপ্তাহের পরণের জামা-কাপড় including জাঙ্গিয়া আর সোমবার গুটি-গুটি ফিরতাম with কাচা জামা-কাপড়, অবশ্যই return trip-এ কাচা জাঙ্গিয়া থাকত। সত্যি বলতে সব সময় যে কলেজে বা হস্টেলে ফিরতে মন চাইত এমনও নয়। সেই নিরস electrical machine, power electronics বা অন্য কোনো subject-এর ক্লাস। তার মধ্যে অনেক ক্লাসেই professor-দের note থেকে, black বা green board হয়ে আমাদের খাতায় note transfer হত bypassing আমার বা আমাদের মগজ। তাই mostly খাতা পড়েই পরীক্ষা দিতাম আর ভালো-মন্দ নম্বর পেয়ে উতরেও যেতাম। তবে electrical engineering-এর জ্ঞান আমার সত্যি ঘন্টা ছিল বা আছে। এও বলব not only আমার থেকে যারা বেশী নম্বর পেত শুধু তারাই নয়, আমার থেকে যারা সাধারণত কম নম্বর পেত তাদেরও অনেকের electrical-এর জ্ঞান আমার থেকে অনেক বেশী। আমার দৌড় খুব বেশী হলে বাড়ীর tube light খারাপ হলে বদলানো। মাঝে tube light-ও আমার prestige রাখত না, মা বাড়ীর ছোটো ছেলেকে ছোটো না করে বলত থাক বাবা, তুই ছেড়ে দে আমি মিস্ট্রী ডেকে আনব। এমন জাতীয় level-এর লজ্জাও আমাকে



বইতে হয়েছে। জ্ঞান বাড়ানোর জন্য পড়িনি, নম্বর পাবার জন্য পড়তাম, সত্যি বলতে অনেকটা তার দৌলতেই চাকরী পাওয়া। আমাদের সময় থেকেই যে department-এরই হোক অধিকাংশেই IT company-তে join করতাম আর সেখানে রাম-রহিম-যীশুখ্রীষ্ট সব department-এর student এসে কিছুদিন পর অধিকাংশেই Microsoft Office-এর Word,Excel আর Power Point-এর less than 10% feature জেনে আর more than 90% নিখাদ ভাট মেরে একদম 100% life কাটাচ্ছি।

কলেজ জীবনের ঘটনার কথা বলতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যাবে। কিছু serious আর mostly হাসির খোরাক – সবে মিলে nostalgic। তবে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে চরম কিছু ঘটেনি আমার। সিগারেট, মদ, গাঁজা, ভাং খেতাম না আর প্রেম করিনি, বলা উচিত প্রেম করার ক্যাপা ছিল না আর ছুক- ছুকও করিনি। তবে আজ যদি বলি drink বা smoke করি না অনেকে বলে figure maintain করছিস নাকি তবে কলেজ জীবনে এটা বলার স্পর্ধা ছিল না কারণ প্রত্নত্বের standard জ্বালাময়ী response আসত “তা নেশা না করে কি plucking করেছ বাবা”। না আমি কিছু plucking তখনও করিনি, আজও না। আমার এই নেশা বা প্রেম কচরানোর উদ্দেশ্য হল এর দৌলতে অনেকে কলেজ জীবনে এক নতুন শীতলতা বা উষ্ণতা পায় যা তা সারা জীবন না হলেও অনেক দিন বহন করে। আমি সেই অর্থে হয়ত নিরস মাল ছিলাম, ভাগ্যে কিছু জোটেনি। তবে নেশাখোরদের মাতলামি বা তাদের নিয়ে মজাদার ঘটনা কম enjoy করিনি।

Gear change করে এবার একটু serious turn নেওয়া যাক। আজ ঘুরে দেখলে বুঝি B.E.College-এর hostel life থেকেই প্রথম জানলাম একসাথে বিভিন্ন ধরনের বন্ধুদের সাথে থাকার অভিজ্ঞতা। সবার পারিবারিক আর্থিক সঙ্গতি যেখানে এক নয়, মানসিকতা, চিন্তা-ভাবনা বা পছন্দ-অপছন্দ বিভিন্ন থাকলেও একসাথে থাকার flexibility-টা develop করেছিল সেই hostel life থেকেই। অন্যদিকে আমাদের electrical department-এর professor রা সাধারণত খুব strict ছিলেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই খুব খারাপ লাগত। তবে আজ সেই সমস্ত professor-দেরই বেশী শ্রদ্ধা করতে মন চায় যেমন Prof SKM, Prof CRM বা এমন আরও অনেককে। কলেজ থেকে ২৫ বছর হয়েছে পাশ করেছি plus আমি কোনো কেউকেটা ছিলাম না তবে আমাদের department-এর সব professor-রা, যারা আমাদের class নিতেন, আজও দেখা হলে আমাদের নামে ডাকেন। এটা যে কি বড়

পাওনা সেটা বলে বোঝাতে পারব না। এখানে একটা আক্ষেপ আছে – 1<sup>st</sup> year-এর এক Math professor-এর সামনে ক্লাসে আমি ঠিক বলেছিলাম মনে নেই, উঠতি বয়সের জন্যই হোক বা দুটো অঙ্ক পারার জন্য ফুটো গর্বের জন্যই হোক (না মেয়েদের চোখে hero হবার ইচ্ছে ছিল না) ‘teacher বিশেষ কিছু জানে না’ এমন কিছু একটা বলেছিলাম। তিনি হয়ত ভুলেও গেছেন তবু তাঁর সাথে কোনোদিন দেখা হলে পায়ে হাত দিয়ে নতমস্তকে ক্ষমা চাইব। আজও যে জীবিকা-কে আমি সব থেকে বেশী সম্মান করি সেটা teaching এবং সেই Math professor সত্যিই ভালো মানুষ ছিলেন। আমি সেই professor-এর জায়গায় থাকলে আমাকেই টেনে একটা চড় কষাতাম।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যৌবনের প্রতীক নয়। পৃথিবীর সমস্ত নামকরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই বহু বছরের পুরোনো। মানুষের বয়স বাড়লে যেমন জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বাড়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও বয়স তার প্রগতির বা উন্নতির সহায়ক হয়। আমাদের B.E.College ভারতের দ্বিতীয় পুরোনো engineering college, প্রায় ১৭০ বছরের পুরোনো। এক সময়ের ভাতের প্রথম বা একদম প্রথম সারির engineering কলেজ, যার হাজার-হাজার ছাত্র-ছাত্রী সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে এবং এর মধ্যে বহু আছে যারা নক্ষত্র মানের। আমাদের ’98 batch-এর অনেকেও সেই মানের এবং আমি গর্বিত তাদের সাথে পড়তে পারার বা hostel-এ একসাথে থাকতে পারার। এটা ঠিক যে নিজের মা-বাবা-সন্তানের মতো নিজের স্কুল-কলেজও আবেগের জায়গা। কিন্তু আবেগটাকে একটু সরিয়ে রাখলে এটা ঠিক যে আমাদের B.E.College-এর মান আগের থেকে পড়েছে। তার কারণ একাধিক এবং আমি সে সব কারণ জানি সে ভণিতাও করছি না। নোংরা politics, process-এর জটিলতা, faculty-র উদ্যোগের অভাব এমন অনেক কারণ আছে। একজন professor যেমন বলেছিলেন আমাদের সময়ে West Bengal বা ভারতের A-class student-রা আসত আর আজ ভারতের B grade-এর student-রা আসে, এটা তাঁর অভিজ্ঞতা। আমি এখানে বলতে চাই আমরা, alumni, যেমন college-এর গর্বে গর্বিত হই, আমাদেরও কিছু দায়িত্ব আছে সেই গর্বকে অক্ষুণ্ন রাখা। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং মতামত, আমরা (আমি নিজেকে include করে বলছি) বড্ড বেশী narrow-minded হয়ে গেছি। এটা শুধু আমাদের batch-এর জন্যই নয়, আমাদের senior বা junior-দের কথাও বলছি। কিছু alumni হয়ত নিশ্চয়-ই কলেজের জন্য কিছু constructive কাজ করছে কিন্তু আমাদের

অধিকাংশের স্বদিচ্ছার অভাব না থাকলেও নিজের limited focus area-র বাইরে প্রচেষ্টার বা কলেজের জন্য কিছু করার বড় অভাব। Excuse-গুলোর expiry date থাকা উচিত, ছোটো scale-এরও কিছু initiative নিলে, ‘give-back’ mindset-এই না হয় constructive কিছু কাজ করলে কলেজের সাথে connection-ও থাকে আর আমাদের দায়িত্বও কিছুটা পালন করা হয়। না হলে সারা পৃথিবীর যেখানেই কলেজের জনতা জমায়েত হোক না কেন সেটা গান-বাজনা আর মদ-মাংসের সাথে হই-হই করেই সাধারণত কেটে যায়।

২৫ বছর কেটে গেল B.E.College থেকে বেরিয়েছি। এর মধ্যে কয়েকজন বন্ধুকে হারিয়েও ফেলেছি – যেমন গুদুম (সৌভিক) মার্ডার হয়েছিল দিল্লিতে, আমাদের 4<sup>th</sup> year-এর project partner গৌতম আত্মহত্যা করেছিল শুনেছিলাম। অংশ বা বেশ কয়েকজনের বহুদিন কোনো খবর নেই, হয়ত ভালোই আছে। তবে যারা আজ নেই বা যাদের আজ কোনো খবর নেই, একটু পেছনে তাকালেই তাদের-কেও দেখতে পাই, কত মজার সাক্ষী আমরা সবাই। B.E. College আমাদের কাছে শুধু একটা Engineering Institute নয়, জীবনে বেড়ে ওঠার চারটে গুরুত্বপূর্ণ বছরের সাক্ষী – তাই আবেগটা আজ আগে আসে। ২৩-এর ২৪-এ ডিসেম্বর ২৫ বছরের পূর্তিতে সবাই নতুন করে পুরনো দিনগুলোকে ফিরে পাবে, মনে পড়বে গুদুম, গৌতমদেরও। যে কোনো জাগতিক বা মহাজাগতিক যা কিছু দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন তা কিন্তু হয় খুব ধীরে, প্রায় সবার অগোচরে বা প্রায় অজান্তে। আমরা আজ যে যাই হই, যেমনই হই তার গঠনের অনেকটা অংশ আমাদের কলেজের প্রাপ্য। আমি একজন সাধারণ মানুষ, তবে নিজের সম্বন্ধে এটুকু বলতে পারি – দেশে-বিদেশে যে দু-চারটে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ার সুযোগ পেয়েছি, আমি বিশ্বাস করি, তার মধ্যে যে প্রতিষ্ঠানটি আমার জীবনে আমার আজকের স্বত্ত্বা বা পরিচিতির জন্য সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ সেটা আমার B.E.College।

## গরবের রঙ

সৌমি জানা

(Spouse of Niloy Jana, CST '94)

“Mr. and Mrs. Mukherjee , look at this. Surjyashish is a brilliant student. Please talk to your son. He must understand .....we can not let this happen in our institution. We have a reputation in the society!”

নিজেদের একমাত্র সন্তান সূর্য্যাশীষ ওরফে বাবুনের হাতে লেখা একটি চিঠি সেদিন সুপূর্ণা ও স্নেহাশীষ কে দেখিয়েছিল ওর স্কুলের প্রিন্সিপাল। চিঠিটা পড়ে বুঝতে অনেকটা সময় লেগেছিলো ওদের দুজনের, চিঠির বিষয়বস্তু ভেবে প্রিন্সিপাল এর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঠান্ডা ঘরে বসেও দরদর করে ঘামছিল ওরা। ক্লাস টুয়েন্টভের মেধাবী ছাত্র বাবুন চিঠিটি লিখেছিলো নিজের সহপাঠী ঈশান এর উদ্দেশ্যে।

বাবুনের স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার রাস্তাটা সেদিন জীবনের দীর্ঘতম দুরত্ব মনে হয়েছিল সুপূর্ণার। গাড়িতে বসে ছেলের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে গেল ওর। মুখার্জী বাড়ির একমাত্র বংশধর বাবুন আত্মীয়স্বজনের চোখের মণি। ওকে নিয়ে অনেক আশা সকলের। সেই ছোট্ট থেকেই শহরের নামকরা ইংরেজি মিডিয়ামের ছাত্র বাবুন পড়াশুনা, স্পোর্টস, ডিবেট ক্লাব, গিটার, সুইমিং, ক্রিকেট সবতেই তুখোড়। বন্ধুদের মা, বাবার অফিসের কলিগ, পাড়া প্রতিবেশী সকলের কাছেই রোলমডেল সুপূর্ণার ছেলে।

ক্লাস টেন এর বোর্ড এক্সামে ভীষণ ভালো রেজাল্ট করলো বাবুন প্রত্যাশামতো। কিন্তু ইলেভেনে ওঠার পর থেকেই একটু করে বদলাতে শুরু করলো ও। অমন চনমনে ছেলেটা কেমন যেন চুপচাপ হয়ে যেতে লাগল ! বাড়িতে যতক্ষণ থাকে নিজের ঘরে দরজা বাঁধা করে রাখে। কথা বলতে গেলে বিরক্ত হয়। ঘুমায় না, অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে থাকে ওর ঘরে। কেমন যেন একটা উদ্ভাস্ত ভাব ওর চখে মুখে। হয়তো পড়াশুনার চাপ, ভেবেছে সুপূর্ণা। বন্ধুদের সঙ্গেও তেমন মেশেনা আর। শুধু রোহন ফোনে জানিয়েছিল ঈশান নামে একটি নতুন ছেলের সঙ্গেই আজকাল বেশি সময় কাটায় সূর্য্যাশীষ। স্নেহাশীষকে বলতে ও বলেছিল " তোমার ছেলে প্রেমে পড়েছে। জিগেশ করে দ্যাখো। "

তাও করেছিল একদিন সুপূর্ণা। " কি রে বাবুন, তোর কি ভালো লাগে কাউকে? " প্রশ্নটা শুনে খাওয়া থামিয়ে কয়েক মুহূর্ত মায়ের দিকে তাকিয়ে ছিল বাবুন। "ভালোবাসিস কোনো মেয়েকে ?" ব্যাস, প্রচণ্ড রেগে উঠেছিল ছেলে! "What rubbish ! এইসমস্ত ভুলভাল বকা ছাড়া তোমার কি আর কোনো কাজ নেই মা !" খাবার শেষ না করেই উঠে গেছিল বাবুন। গত বছর দেশের বাড়িতে অসুস্থ শাশুড়ি মা যখন নাতির হাত ধরে বলেছিলেন "তোমরা চিন্তা কোরোনা, নাতবৌ এর মুখ না দেখে আমি মরছি না " তখনও ঠিক একইভাবে রেগে উঠেছিল বাবুন ! খুব অবাক হয়েছিল সুপূর্ণা।

এখন ও বুঝতে পারছে কেন সাধারণ কথায় ঠ্রভাবে রিএক্ট করেছিল ছেলে। কারণ অন্যের কাছে যেটা সাধারণ ওর কাছে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভীষণ চ্যালেঞ্জ ! উফফ, কত ঝড় সহ্য করছে নিজের মনে ছেলেটা, অথচ মাকে একবারও বলেনি। মা কি এতই অবুঝ ! চোখ ফেটে জল এলো সুপূর্ণার। বাড়ি ফিরে কান ধরে আজ জিজ্ঞেস করবে ও ছেলেকে, ছোটবেলা থেকে তোর কোন কষ্টটা মা বোঝেনি যে আজ এত বড় কথা মাকে গোপন করলি বাবুন ? কিন্তু বাড়ি ফিরে ওই প্রশ্নটা ছেলেকে করতে পারেনি সুপূর্ণা। কারণ হাতের শিরা কেটে থোকথোক রক্তের মাঝে অসহায় ভাবে সেদিন মাটিতে পড়েছিল তার বাবুন।

তাদের একমাত্র সন্তান সমকামী, চিঠি পড়ে জেনেছিল স্নেহাশীষ ও সুপূর্ণা। যেদিন থেকে নিজের এই সন্তার কথা বুঝতে শুরু করেছিল বাবুন, সেদিন থেকেই শুরু হয়েছিল ওর নিজের সাথে দ্বন্দ্ব। সমাজ সংস্কারের ভয়ে মা বাবাকে বলতে পারেনি নিজের অনুভূতির কথা। জীবনের এত বড় সত্য বন্ধুবান্ধব প্রিয়জন কারোর কাছে প্রকাশ করতে না পেরে গুটিয়ে নিচ্ছিলো নিজেকে। একমাত্র ঈশানকে সে পেয়েছিল সমভাবাপন্ন। দুই বন্ধু মিলে স্বপ্ন দেখেছিলো এক নতুন সমাজের যেখানে তাদের সত্তাকে প্রকৃত স্বীকৃতি দেবে মানুষ। বিদ্রূপ আর বিকৃতির লক্ষ্য হবেনা তাদের অনুভূতি। চিঠিতে ঈশানকে সেকথাই জানিয়েছিল বাবুন। ঈশানের রক্ষণশীল পরিবার মেনে নিতে পারেনি এই মনোভাব। অসৎ সঙ্গে কুপথে যাচ্ছে তাদের ছেলে একথা ভেবেই প্রিন্সিপালকে চিঠিটি দিয়ে সূর্য্যশীষের শাস্তি দাবী করেছিল তারা সেদিন স্কুল কতৃপক্ষের কাছে। এদিকে পরিবার ও সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্যতা নেই ভেবেই প্রচণ্ড অবসাদে নিজেকে শেষ করে দিতে চেয়েছিল কিশোর বাবুন।

কিন্তু তা হতে দেয়নি মুখার্জী পরিবার। প্রায় দশ বছর আগে ICU তে যখন নিথর পড়েছিল বাবুন, তখন তার বাবা মা শপথ করেছিল কিছুতেই ছেলেকে হারতে দেবে না তারা। ও তো কোনো অন্যায় করেনি, পৃথিবীতে সব মানুষের নিজের মতো বাঁচার অধিকার আছে। ওর কাছে যা স্বাভাবিক সেটা নিয়েই ও বাঁচবে। সমাজের কত গতানুগতিকতার উত্তর খুঁজে ফিরি আমরা প্রতিনিয়ত, ভুলে যাই সবার উর্দে ভালোবাসা আর মানবতা! হয়তো মা বাবার প্রত্যয়ের জোরেই সেদিন মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছিল বাবুন আর জেনেছিল ওর সাথে আছে ওর পরিবার। আজ প্রাইড প্যারেড এ দেওয়া ছেলের স্পীচের ভিডিও দেখে আনন্দে চোখে জল এলো ডঃ সূর্য্যশীষ মুখার্জীর বাবা মার, সত্যি সন্তানের জন্য বড় গর্ব তাদের।

বেঁচে থাক বাবুন, আপোষ করে নয়, নিজের মতো করে মাথা তুলে।

## \*|| জবানবন্দি ||\*

© ধীমান চক্রবর্তী [1998 Civil Engineering]

লেখালেখির সুবিধার জন্য মাঝে মাঝেই শহর ছাড়ি। একদম জনমানবহীন নির্জনতার টানে। তখন আমার আস্থানা হয় বনডুংরি। এই ফরেস্ট বাংলা। ছিমছাম, দুকামরার একতলা বাড়িটা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে বয়ে চলা রাহী নদীর ধারে। পুরোনো কেয়ারটেকার গণেশবাবু থাকেন বাংলার পেছনে একটা ছোট্ট বাড়িতে। আমার পূর্বপরিচিত বন্ধু বললে একটু কম বলা হয়। আমরা একসময় একই স্কুলে পড়তাম। আর ওর লেখার হাত ছিলো আমার চেয়েও অনেক বেশি ভালো। অভাবের জন্য ওর হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি গুলো আর ছাপানো হয়ে ওঠেনি। গণেশ কে এই কেয়ারটেকারের কাজটা আমিই জুটিয়ে দিয়েছিলাম শর্তসাপেক্ষে। এই বনডুংরি লজে অবশ্য ও আমায় স্যার বলেই ডাকে। আমিও গণেশবাবু বলি। যাকগে এসব পুরোনো কথা। এক সন্ধ্যাবেলা বারান্দায় বসে আছি। সামনে কুয়াশার চাদরে মোড়া অমাবস্যার জঙ্গল। কানে আসছে একটু দূরে বয়ে চলা রাহীর জলের শব্দ। মাঝে মাঝে দুয়েকটা নিশাচর পাখির আওয়াজ আর একটানা ঝাঁঝির কোরাস। ইচ্ছে করেই ঘর আর বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়েছি অন্ধকারকে পুরোপুরি নিজের মতো করে উপভোগ করবো বলে। ফ্লাস্ক থেকে একটু গ্ল্যাক কফি ঢাললাম ঢাকনায়। আজ ঠান্ডাটাও বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। গণেশবাবু হয়তো এখন রান্নাঘরে ব্যস্ত। মাথায় একটা পুরনো লেখার একটু অদলবদল করে নতুন প্লট এসেছে। সেটাকে নিয়েই একটু নাড়াচাড়া করছি। নাহ... নদীর ধার বরাবর একটু হেঁটে আসি। কফিটা শেষ করে বেরিয়ে পড়লাম টর্চ আর ক্যামেরাটা নিয়ে। অন্ধকারের যে এতোরকম শেডস হয়.. না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না! সিগারেটটা ধরানোর জন্য সবমাত্র লাইটারটা জ্বালিয়েছি..কিন্তু একী! রিস্টওয়চটা কোথায় গেলো? লাইটারের আলোতে দেখলাম বাঁ-কন্ডিটা খালি! যতোদূর মনে পড়ছে ঘড়ি পরেই বেরিয়েছিলাম.. কিন্তু! যাকগে..! হয়তো প্লট ভাবতে ভাবতে কখন খুলে রেখে এসেছি! রাহীর কলকল শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। একটা রাতচরা পাখি থেকে থেকে ডাকছে। প্রকৃতির এই স্বরক মুখরতায় নিজেকে একটু ডুবিয়ে দিতে হবে। ছোট্টো পাহাড়ী নদী পাথরখন্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলেছে। আদিম সোঁদা গন্ধ ছড়িয়ে রয়েছে চারপাশে। বেশ একটা বনজ মাদকতায় আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছি। অনেকগুলো চেনা প্লট আস্তে আস্তে দানা বাঁধছে মাথায়। কেমন যেন একটা আচ্ছন্ন হয়ে নিজের মনেই প্লট গুলো আওড়াচ্ছি। যেমন অস্বস্তি.. ভয়.. লজ্জা.. অপরাধবোধ.. গ্লানি.. বিশ্বাসহীনতা..! কতোক্ষণ নদীর ধারে বসেছিলাম জানি না। একটু চমকেই উঠলাম পিছনে একটা চেনা চেনা গলা শুনে.. "স্যার... এবার চলুন! ডিনারটা..!" গণেশবাবু আপাদমস্তক চাদরমুড়ি দিয়ে দাঁড়িয়ে। "ওহ.. হ্যাঁ চলুন!" উঠতে উঠতেই বললাম.. "কটা বাজে বলুন তো?" একটা অদ্ভুত চাপা হাসির সঙ্গে বাংলার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন.. "মাত্র সাড়ে নটা!" বাংলার দিকে তাকিয়ে সময় বলছে লোকটা! আমার একটু আশ্চর্য লাগলেও বুঝতে না দিয়ে বললাম.. "আমি যে এখানে বুঝলেম কী করে?" আবার সেই চাপা হাসি... "আপনি কি আর নতুন আসছেন স্যার? আমি তো আপনার ছায়া ধরে ধরেই চলে এলাম! চলুন চলুন.. ফাউল কারি গরম গরম খেলেই তো মজা!" চলতে চলতে আমার কেন জানিনা বেশ অস্বস্তি হচ্ছিলো। গণেশবাবুকে নতুন দেখছি তা নয়.. কিন্তু ভদ্রলোকের আজকের কথাগুলো কেমন একটা খাপছাড়া! অমাবস্যার জঙ্গল পেরিয়ে বাংলার প্রায় কাছাকাছি এসে যেটা বললেন.. তাতে বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো.. " প্লট পেয়েছেন স্যার? চিন্তা নেই..! প্লট বাংলায় রেডি আছে! ডিনারটা করেই না হয়..." বাংলার দিকে আপনা থেকেই চোখ চলে গেছে আমার! এ কী! ঘরে আলো কে জ্বালালো? আমি তো আলো নিভিয়ে ঘর লক করে বেরিয়েছি! তাহলে..! তীরবেগে দৌড় দিলাম ঘরের দিকে! গণেশবাবুর হাসির শব্দ পেছনে ফেলে! ঘরের দরজা খোলা! আমার হার্টবিট ছাপিয়ে একটা শব্দ কানে এলো আমার নিজের গলায়.. ".. আপনি?" দেয়াল ঘেঁষে ছোট্টো রাইটিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে বসে আছেন আর কেউ নয়.. গণেশবাবু স্বয়ং! মুখে সেই অদ্ভুত হাসি! টেবিলের ওপর খোলা আমার লেখার বাঁধানো নীল খাতা ! তাতে পেপারওয়েট হয়ে রয়েছে আমার রিস্টওয়চ! ওই চোখ দুটো আমায় টানছে! টেবিলের দিকে আচ্ছন্নের মতো এগিয়ে যেতে যেতে শুনলাম.. "আজ যে আমার হিসেব বুঝে নেবার পালা ভাই হিরু! এতো মিথ্যা! এতো খ্যাতির লোভ! দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে আমার পুরোনো পাণ্ডুলিপি গুলো কলকাতার নামী দামী প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দিয়েছে আমার নামে বই ছাপানোর আশ্বাস দিয়ে। জবানবন্দিটা অন্তত নিজের ভাষায় লেখো!" আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলেছি টেবিলের দিকে! চেয়ারে বসে রিস্টওয়চটা সরিয়ে ডায়েরির পাতা ওল্টালাম! একটা তীক্ষ্ণ হাড় হিম করা হাসির পরে আমার আর কিছু মনে নেই! প্রখ্যাত রহস্যগল্পকার হীরক বসুর নিখর দেহটা বনডুংরি ফরেস্ট বাংলা থেকে বের করার সময়.. "কেস তো অলরেডি সলভড স্যার!" শুনে থমকে দাঁড়ালেন বনডুংরি থানার ওসি দেবকুমার ঘোষ! সেকেন্ড অফিসার রহমান একটা নীলরঙা বাঁধানো মোটা খাতা তাঁর হাতে তুলে দিয়ে বললো.. "নির্ন স্যার.. মৃতের নিজের হাতে লেখা জবানবন্দি! ভাবা যায় না! এতো নামকরা লেখকের নামটাই জাল! অভিল্লহদয় বন্ধুর আর্থিক অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারই প্লট কিনা দিনের পর দিন নিজের নামে...!" সকালের পাখির ডাক ছাপিয়ে রাহীর কলকল আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

## বুক ভরা মধু

কৃষ্ণা (মুখোপাধ্যায়) চৌধুরী

(Spouse of Debu Chaudhuri, EE '68)

মেয়েটাকে দেখতে একেবারে পরীর মতো, এত বড় বড় চোখ, টিকোলো উঁচু নাক, ছোট কপাল আর মাথাভরা রেশমের মতো চুল। হাঁসলে গালে দুটো টোল পড়ে তাতে আরও সুন্দর দেখায় মেয়েটাকে। সামান্য আমার মেজ ছেলের মাসতুতো শালী। ওরা দুই বোন শার্লি আর সামান্য একসঙ্গে থাকে। ওদের একটা ভাই আছে, চার্লস ওদের থেকে একটু দূরে থাকে। ওরা আমাদের নেমন্তন্য করেছিলো থ্যাঙ্কসগিভিং ডিনার খেতে ওদের বাড়ীতে কিন্তু আমাদের আর এক জায়গায় নেমন্তন্য ছিল তাই বলেছিলাম পরের দিন ওদের সঙ্গে দেখা করে আসব।

এই তিনটে হতভাগ্য ছেলেমেয়েগুলোর তাদের প্রতিমার মতো মাকে ডিভোর্স করে এদের কেশোরে পা দেবার আগেই তাদের হারামজাদা বাপ একটি খচ্চর মাগীর পাল্লায় পড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই ওদের প্রতিমার মতো মা তিনটি দেবশিশুর মতো সন্তানকে ভগবানের হাতে সমর্পণ করে চিরদিনের মতো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলো। সামান্য ছিল তিন ভাইবোনের মধ্যে সবচাইতে ছোট, তার বয়স ছিলো মাত্র ৪ বছর।

ওদের বাড়ীতে যখন আমরা পৌছলাম তখন সন্কে হয়ে গেছে। বাড়ীতে দুই বোন, বড় বোন শার্লির স্বামী ডেরিক, ৫ বছরের ছেলে যশুয়া এবং ওদের ঠাকুমা এডালেন্ড থাকে। আমরা পৌঁছাতেই সবাই মিলে আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। সামান্য আমাকে জড়িয়ে ধরল আমিও তাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে গালে একটি চুমু দিলাম। ওর ঠাকুমা জানালো থ্যাঙ্কসগিভিং এর দিন ডেভিড সামান্যকে প্রপোজ করেছে। সামান্য তার বাঁ হাতের রিং ফিঙ্গারে ডেভিডের পড়িয়ে দেওয়া স্বলস্বলে হীরের আংটি দেখালো আমাকে। আমি প্রাণভরে আশীর্বাদ করলাম তাকে। ঈশ্বরকে মনে মনে ডেকে বললাম ‘ভগবান সুখী করো এদের’।

চারবছর হলো সামান্যের ক্যান্সার ধরা পড়েছে, চিকিৎসা চলছে। এটা জেনেও যদি কেউ এই হতভাগীকে বিয়ে করতে চায় সে কি প্রণাম পাবার যোগ্য নয়? এখন বেমিশনে আছে। মেয়েটার জন্যে আমার সবসময়েই বুক ফেটে যায়। এত বড় অসুখ থেকে এখন একটু ভালোর দিকে যাচ্ছে কিন্তু মুখে কখনই বেদনার ছাপ দেখিনি।

মাঝে মাঝেই সামান্যের সঙ্গে আমার দেখা হয়। বেশীরভাগ সময়েই আমার ছেলের বাড়ীতেই। মেজ ছেলের স্বশুড়বাড়ীর বিরাট গুপ্তি আর মাঝে মাঝেই ছেলে আমার পাটি দিয়ে থাকে সেখানে সামান্য সবসময়েই আসে। ও জানে আমি তাকে খুব ভালবাসি, তাই দেখা হলেই আমাকে জড়িয়ে ধরে এবং আমিও তাকে জড়িয়ে ধরে তার দুটি গালে দুটি চুমু দিই।

একদিন সুসান মানে মেজ ছেলের বৌ খবর দিল সামান্য প্রেগন্যান্ট। আমি শুনে খুব খুশী হলাম। জিজ্ঞাসা করলাম কবে ডিউ ডেট। আরও বলল যে সামান্য যেহেতু বেবী নয় মাস নিজের পেটে ধরে রাখতে পারবে তাই ভিট্রো ফারটিলাইজেশন থেকে ওদের সারোগেট মাদার ঠিক করে দিয়েছে। এখন মডার্ন যুগে কতরকম সুবিধাজনক ব্যবস্থা হয়েছে। সময় কেটে যায় নানা কাজে। আমার ছোট ছেলের বৌয়েরও বাচ্চা হবে তাই বেশ কিছুদিন ব্যাস্ত ছিলাম। তারপর নভেম্বরের মাঝামাঝি লিসা মানে ছোট ছেলের বৌ একটি ফুটফুটে ছেলের জন্ম দিল। আমাদের বাড়ীতে খুশীর বন্যা বইল। ছোট ছেলের বাড়ীতে আমাদের যাতায়াত বেড়ে গেল। তারপরই সংবাদ পেলাম সামান্যের বাচ্চাটি জন্মের কয়েকঘন্টার মধ্যেই মারা গেছে। একটি মেয়ে হয়েছিলো, ওরা ওদের ঠাকুমা যিনি কয়েক বছর আগে প্রয়াত হয়েছেন তার নামে নাম

ৰেখেছিলো 'এডালেড'। খবৰটা শুনে আমাৰ বুকুৰ মध्ये হুহু কৰে উঠল। আহা এই দুঃখী মেয়েটাকে  
আবাৰ দুঃখ দিলে ঠাকুৰ। এ কেমন বিচাৰ তোমাৰ?

ওৰে আমাৰ সোনাৰ পৰী,  
কোথায় হাৰিয়ে গেলি?  
আমাৰ বুকুৰ ভৰা মধু-  
একটুও কি খেলি?

তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা,  
সবই হলো বৃথা;  
কেমন কৰে বলে দে মা-  
বোঝাই আমাৰ ব্যাথা?

You came,  
In my dream  
And tiptoed with your  
Tiny little cuddly feet;  
Along my softly cushioned  
Full bosom-  
Left your footprints on,  
For me to remember  
You for ever  
My little angel for a day!

Book Link: <https://a.co/2IkXp2w>



Our Camping Trip - 2023  
Hridaan (Son, Ashish Mondal MIN '01)



♥ Our camping Trip ♥ 8/8/2023  
Day 1 -  
This summer we went to camping in Promiseland  
Camping ground, Pocahontas Mountain, Pa. First we set  
the tents up. After a while, me and my friends  
started to eat dinner. For dinner we had kachori  
and Chicken. After dinner we discussed about  
the next day's plan. After a while <sup>we</sup> Greeted good  
night and went to sleep in our tent.

Continued on  
next page



Day 2 -  
When I woke up, I said good morning to  
everyone. Then I played catch with Rio.  
After a while we ate breakfast and then we  
went for a walk. We kept walking and on the  
way we saw a beautiful creek. Also we  
saw a small trail and we walked on it.  
After walking for a while, we found a  
bridge. Then we went back to our camping  
site. Then we got ready for swimming in  
the lake. Rio went in my car. When we  
reached the lake we went in the water.  
Me and my friends did swimming competitions.  
After racing, we got gifts. Me and Rio

motor  
got 1 boats and Tunu got a snorkeling kit  
and Angela got a swimming mermaid.  
Also Allysia got a small boat. Then we  
started swimming again. After swimming,  
I went to take a bath. The bathing water  
was ice cold. Then we got watermelon.  
After eating, we packed our stuff  
and went back to the camping  
site. On the way on my car, Me, Rio  
and Tunu got popsicles. When we  
arrived, we started eating lunch.  
I was eating rice, chicken and a sweet.  
Then Rio was throwing his shoes for fun.  
After playing, It started raining. Me and

Rio ran to Angela's tent. We brought our toys with us. We played until the rain stopped. When we were playing, Rio asked for Angela's toys. We played and eagerly waited for the rain to stop. Then finally the rain stopped. We ran outside to play. Me and Rio took our boats and filled a tray with water. We started the motor and ZOOM! It went to the end of the tray. We tried it again. It was a race. Juny did the countdown, 3..2..1.. ZOOM!! My boat won. Rio's boat was close to win.

We kept boat racing. Sometimes my boat wins and sometimes Rio's boat wins. We played a little more and then Rio and me went in my tent. Rio brought his cars. Also he brought an ipod. We watched Youtube. Then we played with cars. Rio had 4 cars. We did a flipping contest. There was Bone Shaker, Acura, Triumph and Vision. First we flipped all the cars. Bone Shaker landed and Acura landed. They went to the finals. In the finals Bone Shaker landed. Bone Shaker is the winner!!! In the evening, all uncles and aunts made BBQ. We kids



ate marshmallows and Haimanti and I started the quiz. The quiz was about logos and countries. I got all answers correct and I won. Then we got prizes. We ate dinner and started playing. We kept playing until our parent said we had to sleep. After 10 minutes, we went to sleep.

final day -  
In the morning, I woke up and saw Arghya uncle made a bonfire. We sat close to the bonfire and relaxed. Then we ate breakfast and went for a walk. On the way, me and Rio ate candy. We kept walking and we saw a small trail. The trail was very busy. We walked and saw a lake. We took photos and went back. Then Me and Rio made soccer videos with Rio's Ipad. Tunu and Angela took the videos. Then we got ready and Everyone went home. That was a very memorable trip!



# My summer horse riding

Anandini Mukherjee (2<sup>nd</sup> Grade) – daughter of Haimanti Paul EE '06 and Amalendu MET '06

## Horses versus Ponies

Most people think that a pony is a young horse. Is that true? Well maybe you will be surprised to know that it is not. Horses and ponies are counted by hands. A pony is less than 14.2 hands. Horses are more than 14.2 hands. A pony or horse does not grow.

## Food

Do you know what horses and ponies eat? Hamburgers! No! They eat normal horse food. But we also gave them green cubes. Those cubes were called Alfalfa. We gave them hay too. We wet the hay and Alfalfa too because if it is dry then they will eat it fast and then they might choke. I also fed a horse named Bubba a peppermint.

## Baths

I gave Applejack and Potato a bath. You first fill half a bucket with water. Then pour special soap for horses and ponies into the water. Rinse the horse or the pony with water. Take a sponge and dunk it in the bucket. Take it and scrub it on the

horse or pony. Finally, rinse the horse or pony with water and your customer is shiny clean.

## Brushing

Taking care of a horse or pony is hard work. You have to brush it every day. And believe me, it takes an awfully long time. First you have to take a currycomb and rub on your horse or pony in circles. Then you get a hardbrush and swipe little, fast strokes. Next a softbrush along with long slow strokes. Brush the mane and tail with another special comb. There's another special thing you need to do. You need to clean their hooves. Use a hoof pick for this.

## How to ride

Finally, we have arrived at the part how to ride. So, you are on the horse or pony. First you need to know how to get your creature moving. Press your left leg against the horse or pony. Then stand up and sit down while your creature is moving. This is called post. Kick the horse or pony with both legs to get it to trot. Now post while trotting. This is called posting trot. Pull on the reins to stop. Stand up and lean forward. This is called 2-point. There is another thing called cantering. It is faster than a trot and slower than a gallop.

Where riding happens

Everything in how to ride happens in a ring. In some rings there are jumps.

Potato was my favorite pony.



## My Banff and Jasper trip Travel Blog

By Anagh Chattopadhyay Mandal

(9 years old, son of Anindita Chattopadhyay ( 2005 EE) and Arghya Mandal( 2003 EE))

I was so excited because I was going to Banff national park in Canada. Canada is one of the places which has so clear and blue lakes, like Peyto lake. As my Mom and dad were putting things in the trunk. My friend Shreyansh came over to play. I said " Sorry Shreyansh, today we are going to Canada." He said " Okay bye!" "Bye"! I said back.

We got into the car and drove to Spice wok. Spice wok had every food I liked. For example, Chili Chicken is the best food I liked, I actually loved it! We drove to the ✈️. But me and Baba had to go park the 🚗 when we were going back to the airport,

In the van there were kids who helped me win the World Cup Final mobile

🇦🇷. The match was 🇦🇷 vs 🇧🇷 I forgot what the score was but we won.

When we were back in the airport, we did all the Airport stuff.

Then we went to the plane and flew from Newark. One thing we didn't have a direct flight to Canada, we had to go to Chicago. We didn't have to do all the airport stuff. We just went straight to the gate. Then we flew into the plane to go to Calgary, which is a city in Canada. We did all the other airport stuff then I thought a girl with glasses was Mohor. but Mohor is actually a girl who doesn't have glasses. The girl with glasses was someone else. Then we hopped into Soumik uncle's car and went to Mohor's house. Mohor was 🛌, I explored

The entire house then went to sleep.

In the morning, we met and Bhaya had a talk about something. We were speaking our own gibberish words, and suddenly, Mohor woke up. We talk to each other all around.

Today we were leaving for the Banff hotel. My dad and Soumik uncle got a really cool van. Once we got there, we met up with Oishi didibhai, we did all our playing stuff we played and played and played until it was time for dinner I played on my iPad. I had a match It was 🇧🇷 vs 🇫🇷. The score was 1-0 Thiago Silva scored a great header. I was so happy! Now as we were getting ready for the semifinal, our watching time was over and so we went to sleep

## Lake Day

The next day we drove our cars to Banff. We saw all the clear lakes. It was so clear that I was so overjoyed, I felt like swimming in that lake but no, it was cold.



### **Over the lakes Gondola Day**

Next, we went to the gondola. I loved watching the Heights. We were so high up from the house where we got our gondola, and then we stopped our gondola and went for a walk to the mountain but it was a bit too much walking so we stopped at the half point. I was so lucky cause I got Gatorade. Then finally our gondola came back, we were going back to the house. I was so so sad. I really love the gondolas. Then when we were back at the house we went home to watch the Messi match. It was, Inter Miami vs Nashville sc. The Leagues cup final score was tied at 1-1. Messi scored an unbelievable goal.

He dribbled past five defenders, the ball was in the sky and then went in the goal, the fans cheered, but in the second half Nashville tied the game to make it 1-1 then it went to a penalty shootout. Miami won 9-10. Drake Calendar made a great save and that's what caused Miami to host the trophy!!!!!!!!!!!!!!

Then we eat biryani. So yummy!! After biryani, me, and Oishi didibhai had a talk about something. It was, the cow on the bus went, Moo Moo Moo! ha ha so so funny! Then after our talk, we had to go to sleep. This trip is fun!

### **Columbia Icefield day**

We went to the columbia Icefield riding a bus - it had such large wheels! Icefield is a large area covered with ice over a long period of time. There is a little flowing stream water which was really cold. I saw Glaciers from afar. It felt like it was winter. But no, we were just in Canada.

After the Icefield, we went to the Skywalk. There was this driver who was so funny. He kept on saying " Ooooooh , Aaaaahhh" for the scenery that he liked. When we went to Skywalk, I was looking down to the ground and realized we were way high up than the canyon below. I had a frightening thought about the height of the canyon and the glass skywalk.





### Johnston Canyon Hike day

The next day, we went to Johnston canyon. I felt like swimming in the water. But my parents said no and it's a strict rule. It was nice there. The van had a top section. I always wanted to be the first one to be up there. Like once I saw the van in my eyes. I will just sprint to the 🚗 Then we went to a lake. I touch the water. I just couldn't stop touching it then we were allowed to put our feet in the water, I wanted to stay in the water more, but it was too late. We had to go home. We went back home and ate dinner. We had another match on Fifa mobile. It was

🇧🇷 vs 🇵🇹. The score was 3-2. Neymar scored a header. Then, Cristiano Ronaldo

scored a goal. Then William Carvalho scored a goal, then Neymar scored a goal before the full-time whistle. Then Neymar scored a goal in the second period of extra time after all of that, we went to sleep.

This day is Oishi's last day, so, as we did all the stuff. Me and Mohor played with her as much as we could, we were leaving the Banff hotel. When we got into our cars, we went to Jasper hotel, we also stopped at some places. I forgot what they were but we did. The hotel was awesome. It looked expensive, and had an NBA play set. We had pizza for dinner. We watched Chip and Dale rescue Rangers.

We talked for sometime, then went to sleep.

### Lake Maligne Cruise day

We had to wake up early, because we had to go on a boat ride. We went to the boat ride, we went in the boat and we sat somewhere. When the boat started, it was going really fast. The water was cold. The water splashed on me! Well, only a bit. We and the ones on the cruise were

going to Spirit Island. Everyone on the cruise introduced themselves. Someone on the cruise was from Denmark. I have never seen anyone from Denmark in person. We explored the entire island for 15 minutes. When it was time to get back on the cruise. The people from the cruise came in with us then we went back to the center, after the cruise ride. We ate some food. We stayed there for a bit, then left to go back to that expensive hotel. Mohor and I played in the hotel. Then it was time for dinner.

I forgot what food we ate. Then we went to sleep.

Today we were leaving the hotel. I was kind of sad, cause the hotel was really expensive and I loved it. I talked with my Mohor in the van about our trip. We're going back to her house and the van is also supposed to be given away. Today, I was sadder than ever. Well, fortunately, I wiped off the sadness and looked outside of the view. Once we were back at the Mohors house we ate dinner and went to sleep.



## **Trip to Maui**

**Ritika De (Daughter of Sheuli Majumdar MET '97, & Jayanta De)**

### **Sunday: A Promising Start**

Early Sunday morning, my family embarked on a trip to Maui, Hawaii. It was around 3-4 am, and despite the fatigue, we were incredibly excited. The plans were set, and my sister and I had even coordinated our outfits for each day we'd spend in Maui, adding a personal touch to the journey.

The plane rides were taxing, but the views from the window were captivating. We managed to capture the scenery in videos, which made the journey more bearable. By around 5 pm, we landed in Hawaii. A peculiar green train transported us from the airport to the car rental area. We opted for a black Nissan, though I really wanted the white one. In the end, my sister's victory in a rock-paper-scissors game sealed the deal.

Arriving at our hotel, we were all pretty tired. Nevertheless, my parents were determined that my sister, my dad, and I catch the sunset at the beach. My sister and I decided to doll up for cute photos, which my parents didn't quite appreciate. But for us, the photo opportunity was worth it. Our plan was to hit the beach, but we discovered something even better – Dragon Teeth, a rocky area by the beach that was stunning. The ocean with its various shades of blue and crashing white waves was an unforgettable sight. My sister and I took numerous photos that turned out great, while my dad went off exploring.

### **Monday: Unexpected Changes**

Monday dawned with the promise of exploration. Following a simple breakfast at the hotel, my dad set out to Target for essentials. Meanwhile, my sister and I embarked on a day of adventure armed with my dad's camera. We were fully prepared to go to Dragon Teeth again and Lahaina.

In Lahaina, a captivating town filled with character and charm, we meandered through shops and embraced the vibrant atmosphere. The allure of unique jewelry and trendy clothes caught our attention. I couldn't resist getting a Hibiscus hair pin while my mom got a magnet to add to our signature wall of magnets on our fridge. The sunset on the beach painted the sky with vivid colors, offering a tranquil pause amid our many activities.

For dinner, we relished delectable dishes at a Fish Market restaurant. Exploring the town further, we stumbled upon a store where we could craft 3D cardboard signs, each a testament to creativity. We also found an art-filled haven, and the unexpected delight of a singer's melodious voice resonated through a bar-like venue.

As the day wound down, my tired feet led us back to the hotel. Lahaina's vibrant streets echoed with the steps of our journey, which had been a whirlwind of discovery and a growing awareness that our Hawaiian trip was about to shift in a direction we hadn't foreseen.

Tuesday was supposed to be a relaxed day, but it turned out to be quite the opposite. We woke up to a power outage, setting the tone for the day. The darkness was all-encompassing, with only one flashlight at our disposal. The plans for an exciting day went out the window.

The previous night, I had stayed up late, watching shows and reading on my phone until 4-5 am. I then noticed my phone had stopped charging, and the lights were off. I hadn't thought much of it until I saw that my mom was up at the same time, uncomfortable due to the lack of air conditioning. Our sleep was disrupted, and we weren't expecting for this power outage to become such a deal.

We heard from the staff that the power should be back on sometime around Tuesday or Wednesday so we had we weren't very worried. We went on with our day getting dressed and showering, but showering in the dark with the cold water was an experience in itself. We set up the flashlight in the bathroom to manage, but it wasn't easy.

As the day progressed, the urgency of the situation became clear. The fires in Lahaina were spreading, and the hotel staff suddenly switched up their words and was now urging us to leave. Our relaxing day turned into a rush to prepare for departure, including packing our bags and calling to book a ticket back home.

### **Journey Home: A Mix of Emotions**

Our journey back home was marked by a mix of emotions. The drive to the airport was tense, with very short moments of internet connectivity providing updates on the fires. What had seemed like a minor inconvenience had now turned into a significant situation.

As the plane left Maui, I was hit with a range of feelings. Sadness for the people affected by the fires, disappointment that our vacation was cut short, and gratitude for our safety all washed over me.

The journey was a time for reflection. The paradise we had been enjoying was juxtaposed with the disaster unfolding outside. Our vacation, which began with excitement, was transformed by unforeseen events. As I looked out of the airplane window, the memories of both beauty and chaos remained with me, a reminder that life is often unpredictable.



Nakshatra (Angela) Ghosh  
4th Grade  
Daughter of Prabir Ghosh (EE '02)

*"It's me" - Art by Angela*



*Angela*

Nakshatra (Angela) Ghosh  
4th Grade  
Daughter of Prabir Ghosh (EE '02)

*"My Mom" - art by Angela*



Tapasi Mazumdar

(Spouse of Amitava Chell, CE '98)





## Behind the scenes of the 97ers' 25<sup>th</sup> – and a little side story

Debargha Sengupta (Arch '97)

As the first song ended, the tall, aged, and freshly minted septuagenarian approached the microphone with a meaningful smile. What better way to lay to rest the happenings of that haunted evening from almost 25 years back. It all came full circle.

I often wonder about this obsession with certain numbers, mostly the multiples of five – why would we value 25 more than, say, 19? Yet, I would be lying if I said that I didn't care. Early in 2022, as we segued back into a maskless world, I picked up the phone and texted a dear friend. He, I thought, would be in the know-how if plans for a celebration were brewing for the 25 years of our batch entering undergraduate studies. Moments later, he inducted me to a WhatsApp group of some of our batchmates. I thought I was late to the party, but as I followed the conversation, I found out that it was still early days.

I doubt I could have been considered a recognizable face back in our college days. I wasn't a jock, part of the student government, and certainly not one to frequent the stage during the college events. Although there may have been a few occasions when I helped with stage decoration and fundraising. But I did know the movers and shakers, and, for the most part, they knew me. To my surprise, this reunion organizing group didn't have many of the stalwarts from our halcyon days. But there still were strong voices, and to my surprise, many were discordant.

Issues were aplenty. When should we have the event? Saturday or Sunday? Same week or a different week from the annual Alumni Day? What should the programming be like? How many people can we expect to attend? And finally, the mother of all issues: what if any should be the minimum contribution amount?

But the positives far outweighed the controversial items. Unlike college days, our fairer, smarter, and can-doer counterparts (i.e., the ladies) stepped in with ideas and actions. We figured out ways to maneuver through intense debates without being too disagreeable. Acknowledging that there was no day that would work for everyone, we zeroed in on the day before the annual Alumni Day. After discussions with previous batches who had been where we were, we figured that we must not dream or plan small. Our initial estimates were doubled. We decided to pack the day with activities, planned for sumptuous meals, and a grand finale with a band and juke box - 1990s style. To memorialize the occasion, we planned a Coffee Table book that would include a brief biography of all our batchmates – that it was an ambitious undertaking, would be an understatement.

Once the plans started taking shape, we realized there were two variables that would dictate every component of these celebrations – how many people and how much money. How do you reconcile perceptions of affordability across geographies spanning the globe, batchmates working different positions and different professional capacities, and at different points in their careers? It took a while for us to recognize that this issue did not have a singular solution, and if we waited to resolve it, we would not be able to plan our 50<sup>th</sup> reunion let alone the 25<sup>th</sup>! So, the solution was to not ask for a minimum amount but to assign a recommended amount. Additionally, 'event ambassadors' from various departments had to be appointed, who would personally solicit their closest friends to contribute and participate. The objective was to maximize participation and ensure that no batchmates were left behind because they could not afford the event.

A relatively non-controversial yet necessary planning task was to delegate authority and responsibility for the different components of the event. Members of the original group (I would call them initiators rather than organizers – since so many people stepped in to organize the event as the planning progressed) volunteered or identified folks outside of the group who would be the best to accomplish certain tasks.

A zoom meeting was planned to apprise as many batchmates as possible about the event. All social media and personal communication channels were exhausted to inform them about this meeting. Leading to the meeting and at the meeting the initiators of this event made a big commitment: the event will not have a formal organizing body – no presidents, nor secretaries, no office bearers – just responsible individuals who would step up to accomplish tasks. It would truly be an event for the batch and by the batch.

Funds started trickling in from the initiators as the debate on the minimum amount versus the recommended amount ensued. I would be remiss if I didn't mention the zealotry of two of our compatriot ladies in the United States who broke this impasse through action. They started a drive on their own to meet a set target for the US alumni through repeated phone calls, emails, and texts. Even before the global fundraising gained traction, collection from the US alumni exceeded the initial target providing valuable seed money for making cash advances for long lead services.

The benefit of event ambassadors was soon realized; not only did they energize their department peers to participate and contribute to the event, but they also actively helped in collecting materials for the Coffee Book. Most of these ambassadors were not active organizers during college days; yet this time around their initiatives and efforts were critical to achieve the momentum needed to realize such a big event in such a short time.

The delegation of authorities and responsibilities worked extremely well. A four-person finance team worked diligently in opening a bank account, setting up initial budgets, and controlling the flow of money; a couple of people worked with a person with know-how of college operations to get the required permissions. Another batchmate, meanwhile, worked with decorators and caterers for the venue set-up and food. The responsibility of the publishing of the Coffee Book, event T-Shirt, a memento, and a commemorative bag was bestowed on another person who had contacts for such merch. In the background, designs of the backdrops, the merch, and Coffee Book were being handled by another team. Several of the batchmates actively pursued sponsorships to supplement the funds. There were hiccups too – the college grounds had overgrown grass; some prospective sponsors were making unreasonable requests; the total number of people were not known; and fundraising was slightly behind. But the initiators and responsible batchmates kept meeting to discuss issues and updates and make decisions.

As the day of the event approached, things looked good – most activities were tracking as planned, and the team was cautiously optimistic that the target number for participants would not only be met but might even be exceeded. The night before the event, as few of us met on the campus, the feeling was surreal. The decorations were on the way (a bit behind but looked promising). The T-Shirts arrived, and then the Coffee Book arrived, and the bags. But there was a big surprise on the memento, a picture frame with the event logo. Audaciously, the plan was to take a group photo of all participating batchmates in the morning, and then have prints delivered and mounted in the commemorative frame in the afternoon! As crazy as that sounded, it did happen.

The event day unfolded to everyone's surprise. The turnout was greater than expected. Even folks who did not expect to make it, made it. There were hugs, smiles, banters, and much more. There were commemorative plants planted for those of us who left for the heavenly abode. A friendly game of soccer between Muchipara and Sahebpara – renewing the rivalry of the ages. And there was a performance by talented artists from within the batch. Overall, a day so well planned and so well executed, many wanted an encore in 5 years!

To everyone's delight, there was almost 20% of the funds remaining after the expenses – for a promised "Giving Back" initiative to be planned and executed in the next year. A team volunteered to take the responsibility to make that happen.

There are no defined or specific measures of success for events such as these. I don't believe the amount of funds raised, the scale of the programming planned, or the number of participants offer reasonable measures of success. To me success is what we set out to achieve, and what we ended up achieving. The goal was to recreate a day from our college times, where we would get as many participants as we possibly could, and not prevent anyone from participating because of expense. We hit all those goals. All attendees felt it was worth their time, and those who could not attend promised to be there at the next big event.

For me, there are several lessons that I learned. Dream big. Maximize participation. Don't underestimate the ability to fundraise. Don't underestimate the challenges to fundraise. Budget for contingency. Emotions run high, but that is what all this is for. People care. Don't underestimate other people's abilities, because of what your perceptions are. And most of all, believe. That's it!

Oh, I almost forgot. That elderly gentleman at the microphone was Anjan Dutt, an accomplished musician and film persona. He was quite fresh in the 1990s when he came to our college. He brought his son, a budding musician at the time. Much to his chagrin, the duo received a good bit of heckling and they refused to take the stage afterwards. It certainly was one of the many missteps during our green formative years. So somewhat consciously, but not explicitly, we decided on a do-over after 25 long years. Mr. Dutt, in his wisdom and grace, was happy to oblige. The one smile said it all, and almost to confirm, he even spelled it out. The circle was complete. In some ways this was emblematic of our efforts to relive the college days – close the loop on all that was unfinished – confirm that the old flame moved on and is happy; that argument which never should have happened is forgotten; that hug that was missed on the way out was given; and many more. And the hope to meet again was renewed.

## Chess World Cup 2023

By Aarush Samanta (7<sup>th</sup> Grade, USCF Rating – 1,300+) - Son of Jaydeep Samanta, ETC '02

The Chess World Cup has undoubtedly been a remarkable showcase of unwavering determination, exceptional resilience, and unparalleled talent. It is awe-inspiring to witness the chess community coming together to facilitate this event, and the finals were breathtaking. The journeys of



Magnus and Pragganandhaa to the finals have captured the attention of the audience like never before. Pragg's conquests of world number two, Hikaru Nakamura, and world number three, Fabiano Caruana, are a testament to his exceptional skill and unwavering devotion to the sport. The chess world has been abuzz with excitement and admiration for his remarkable performance, and it is not difficult to understand why.

Although Pragg lost to Magnus in the finals, he deserves to hold his head high for coming this far.

In addition to Pragg's impressive performance, we should also acknowledge the exceptional



performances of Aleksandra Goryachkina and Anna Muzychuk in the women's section, who showed their prowess and dedication to the sport. Aleksandra's victory was undoubtedly well-deserved, and it is inspiring to see women's chess receive the recognition it deserves.

Overall, the Chess World Cup has been a fantastic event of epic proportions, and it is wonderful to see players of extraordinary talent from all over the world coming together to compete in such a prestigious tournament. There is no doubt that this event will continue to inspire future generations of chess players and fans alike, and it is a testament to the power of sport to bring people together for a common goal. The world of chess is constantly evolving, and events like the Chess World Cup serve as a reminder of the limitless potential of human achievement. We can't wait to see what the future holds for the sport and its players. See you in Chess World Cup 2025.

## The Tail of Painkilling Pets

Somdeep Nath

Son of Moloy Nath ETC '02, and Sudipta

The impact of pets on our mental and physical health is enormous, as they urge us to go beyond the boundaries set by us in our everyday lives. A pet can provide you with a sense of purpose, which helps improve mental health conditions like depression and anxiety. If you have a pet, you are never alone and you are also responsible for looking after them. Pets create opportunities for better social interaction, especially if you join an animal club or attend pet shows. Going to pet-friendly events, beaches or parks can also help increase your social network. You could make new friends just by taking your dog for a walk or waiting at the vet, due to the shared interest in your pets. If you have a fear of social situations, a pet can help with slowly introducing you to other people who also have pets and enhance your mental health. Some dogs can be therapy dogs, which aid certain people with disorders and visit schools, hospitals, and nursing homes, just as in the picture below.



Pets can pull you out of the deep pit that you're in and bring you to the light. If you own a dog, they need regular walks, and this is good for you too. Exercise, like walking, has many benefits for your mental health and wellbeing. You can also use the time walking your dog to improve your fitness and make the most of the outdoors to help you further develop mindfulness and relaxation. My family got our dog, Percy during one of the worst parts of our lives: the pandemic. During the pandemic, we had to stay home and be stuck in social isolation, as the only painkiller was being able to chat with friends and loved ones. Yet that was only temporary. When we got Percy, the pain slowly alleviated. Percy's adventurous mindset made us decide to open up and find the silver lining in our bleak situation. Every day after getting Percy was a true adventure for all of us. We always found ways to include him in our activities, and that truly was for the better. For example, during online school for me, we had 15 minute breaks. During those 15 minute breaks, I did activities such as playing fetch with Percy or running around with him. These small gestures not only made me feel better mentally, but physically I was getting exercise as well. After the pandemic, it just kept on getting better and better.

We went to dog parks and made new friends, we introduced Percy to our already existing friends who also got pets of their own, and we went on daily walks with Percy. Percy taught us responsibility, time management, and the true meaning of happiness. Most of these come from just having the ownership of Percy, as having to clean up after him and split time between paying attention to him and doing other things taught us much. Percy himself is a jolly chap who spends his days with us, making our life better every single day. Two images of him can be found below.



The pet itself can reduce depression, anxiety, and even suicidal thoughts through seemingly useless movements such as placing its head on an individual's body, thus slowing the intense beating of the heart when one is stressed. Another action a pet can take is show unconditional love to their owner, which may increase the rates of social acceptance and provide self-confidence for a person. Most pet owners are clear about the immediate joys that come with sharing their lives with companion animals. However, a huge number of us remain uninformed of the physical and mental health benefits that can come with the gift of a furry friend. It's only recently that scientists have begun to explore the benefits of the bond between man and dog. Pets have evolved to become bonded to humans and our behavior and emotions. Dogs, for example, are able to understand many of the words we use, but they're even better at interpreting our tone of voice, body language, and gestures. Dogs are also the only animals that are able to determine an instruction from simply the movement of the eyes from a human, such as when a loyal dog will look into your eyes to gauge your emotional state and try to understand what you're thinking and feeling (and to work out when the next walk or treat may be coming, of course). Pets, especially dogs and cats, can reduce stress, anxiety, and depression, ease the abyss of loneliness, encourage exercise and playfulness, and even improve your cardiovascular health. Caring for an animal can help children grow up more secure and active. Pets also provide valuable companionship for senior citizens. Perhaps most importantly, though, a pet can add real joy and unconditional love to your life.

# BENGAL ENGINEERING COLLEGE ALUMNI ASSOCIATION

## ANNUAL REUNION



THIS PUBLICATION OR ANY PART THEREOF MAY NOT BE  
REPRODUCED IN ANY FORM WITHOUT OUR WRITTEN

We appreciate and are grateful  
to our *sponsors* who support  
our efforts to publish this  
Magazine

**Best Wishes from Following  
Sponsors**

With best compliments from our sponsors



# EnQubes

## Your Key to Digital Transformation

Specializing in Data Governance, Business-Management, and Machine Learning Solutions

### Fields We Specialize in



#### Data Governance Solutions

We know what it takes to design and build solutions that work for small companies and Fortune 500 companies.



#### Project Management Support

We have PMs with experience in all SAP areas and projects on four continents.



#### Machine Learning Solutions

Machine Learning software solutions will drive our cars in the near future ... It can also 'drive' some of your data processes.

### Request a Free Consultation

Would you like to speak to one of our expert advisers? Just submit your contact details, and we'll be in touch shortly.

### Contact Information

 989 Lenox Drive  
Lawrenceville, New Jersey 08648

 (609) 512-7068

 [admin@enqubes.com](mailto:admin@enqubes.com)

Remember to visit our website:  
<https://becaaeastcoast.org/>



With best compliments from our sponsors



**SPECIAL STOCK CLEARANCE SALE**

# MAHARANI FASHIONS PLAZA

The **OLDEST** and the **LARGEST** showroom in the tristate

1339 Oak Tree Road  
Iselin, New Jersey, 08830  
(732)-283-3774

—◆—  
We specialize in Bridal Lengha Choli, but we  
can make any dress within a **3 week period**.  
—◆—

We Have Exclusive **Designer Collection**  
for Women, Men, & Children

—◆—  
We do **CUSTOMIZABLE TAILORING**  
on the premises.  
—◆—



---

Remember to visit our website:  
<https://becaaeastcoast.org/>

With best compliments from our sponsors



# Expert consultants churning challenges to successful solutions



## About us

Our Solutions provide you the right path to grow and achieve success in most scientific way. We use data for success.

## Why us?

We give you the best help to get ready for production grade solutions in most feasible and cost effective way

## What are we offering?

**Our Vision is to be the go-to partner for analytics by bridging the knowledge gap between the technical and operational side of a business.**

**Our mission is to provide extraordinary value to our clients by delivering end-to-end solutions of clients most pressing business needs.**

**We believe building trust builds better business. To cultivate trust, four basic core values guide our behavior in all aspects of our business – Relationship, Commitment, Integrity & Collaboration.**

**Contact Us For More Information**

**CONTACT US**  
+ 1 (732) 208 4788

**MORE INFORMATION**  
[www.techylla.com](http://www.techylla.com)

Remember to visit our website:

<https://becaaeastcoast.org/>

With Best Compliments from our sponsors:



## New York Life Insurance Company

379 Thornall Street, 8th Floor, Edison, NJ 08837

- Life Insurance
- Fixed Immediate and Deferred Annuities\*
- Mortgage Protection through Life Insurance
- Business Planning
- Health Insurance \*\*
- Disability Income Insurance \*\*
- College Funding
- Retirement Funding
- Spouse/Children/Grand Children's Insurance
- Charitable Giving
- Long Term Care Insurance
- Service on existing insurance



### **SAMRAGNEE MAJUMDAR**

Agent, CA Lic. # 4029791

Mobile: **732.692.4818**

**smajumdar@ft.newyorklife.com**

\* Issued by New York Life Insurance and Annuity Corporation (A Delaware Corporation) \*\* Products available through one or more carriers not affiliated with New York Life, dependent on carrier authorization and product availability in your state/city

---

Remember to visit our website:

<https://becaaeastcoast.org/>